উৎসর্গ।

বঙ্গভূমিস্থ হিন্দুকুলোদ্ভব ধর্ম্মানুরাগী

মহোদয়গণ !

এই স্বল্প রচনা আপনাদিগের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি। আপনারা সানুকম্প হৃদয়ে ইহা গ্রহণ করিবেন। ভগবদনুষ্ঠিত পথান্বেষণে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি দেওয়াই ইহার একমাত্র অভিপ্রায়। যৎসামান্য বিদ্যা বা সম্ভ্রম বা ধন পাইবার নিমিত্ত আমরা কত চেষ্টা করি কতই বা ক্লেশ স্বীকার করি! তবে সত্য শাস্ত্র লাভ যে অনায়াসে সিদ্ধ হইবেক ইহা কখনই সম্ভব নহে। উপজীবিকা সাধন বা আপদ নিবারণ বা রোগ শান্তি বা অন্য কোন সাংসারিক ইষ্টাপত্তির জন্য আমরা পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনায় সঙ্কুচিত হই না। তদ্রূপ মুক্তিতত্ত্ব নির্ব্বাচনেও আত্মগরিমা ও পক্ষপাতিত্য পরিহার পূর্ব্বক যথা তথা হইতে জ্ঞানাহরণে কেবল এই মাত্র প্রকাশ পায় যে আমরা মনুষ্য পরস্পরের উপকারার্থ মঙ্গলাকর বিধাতা কর্ত্তৃক সামাজিক প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছি।

শাস্ত্রানুসন্ধান।
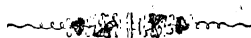
১। স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বিষয়ে ধীশক্তি প্রয়োগে যে জ্ঞান প্রাপ্য তাহার অতিরিক্ত জ্ঞানই শাস্ত্র।

২। এই প্রকার যে জ্ঞান য়েশূ খ্রীষ্ট প্রচার করিয়াছেন তাহাই খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র।

৩। এই শাস্ত্র সত্য কি না, ইতি জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় অবশ্যই এই হইবেক, যথা, ঐ শাস্ত্র দৈব বা ঈশ্বরদত্ত কি না?

৪। আর ঐ শাস্ত্রের ঐশোৎপত্তি নিশ্চয় করিবারও উপায় এই মাত্র যে, আলোচনা করিয়া দেখি যিনি ঐ শাস্ত্র প্রচার করিলেন, তিনি তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে প্রেরিত ইহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে কি না?

৫। কিন্তু ঐ শাস্ত্র মনোগত নহে,—উহার সকল কথা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না,—উহার কোন২ কথা আপাততঃ যুক্তিবিরুদ্ধ অসঙ্গত অসম্ভাবিত বোধ হয়,—ঈদৃক্

কল্পনায় ঐ শাস্ত্র হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া সমীচীন নহে। এই বিশাল জগৎসংসারে ঐ রূপ নানা পদার্থ এবং ঘটনা-সত্ত্বেও ইহাকে ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বীকার করা যাইতেছে, তবে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্তবৎ আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না, বরং সৃষ্টির সহিত ঐ শাস্ত্রের সাদৃশ্যই অপেক্ষণীয়। সৃষ্টির মধ্যে বোধাতীত বিষয় আছে, শাস্ত্রেতেও থাকিবেক, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

৬। যদি কহি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের সত্যাসত্যের পরীক্ষায় উদ্যোগী হইবার পূর্বে শাস্ত্রমাত্রেরই প্রয়োজনোপলব্ধি আবশ্যক,—শাস্ত্র বিনা সদ্জ্ঞান সদ্ধর্ম সদ্ব্যবহারের এবং ঐহিক পারত্রিক সুখোৎপত্তির অভাব হয়,—ইহা প্রথমতঃ না বুঝিয়া কেন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা করিব, এমন আপত্তি করাও বড় ভাল নহে।

ক। জগৎকর্ত্তার অপর্য্যাপ্ত বুদ্ধি ও শক্তি ও হিতৈষিতার মহিমা সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান ও সর্ববাদিসম্মত হইলেও, সৃষ্ট-পদার্থচয়ের মধ্যে কতকগুলিনের প্রয়োজন ক্রমশঃ প্রতীত হইয়াছে, অনেকের প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই, তত্রাপি তৎসমস্তকেই ঈশ্বরের সৃষ্ট স্বীকার করা যাইতেছে। তবে শাস্ত্রের প্রয়োজন না বুঝিয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ঈশ্বরের দত্ত কি না ইহার অনুসন্ধান করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা কি সঙ্গত? এমন

হইলেও কি হইতে পারে না যে, ঐ শাস্ত্রেতে উৎকৃষ্ট অনুপম শুভঙ্কর নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান প্রোথিত আছে, কিন্তু তদাস্বাদনের পূর্ব্বে তাহার প্রয়োজন হঠাৎ ভাসমান হইতেছে না।

খ। শিষ্য বিবিধ বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্যুৎপত্তির পূর্ব্বে তৎপ্রয়োজন সম্পূর্ণ বুঝে না।

গ। পীড়িত ব্যক্তি চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে নানা প্রকার ঔষধ সেবন করে, সকলের প্রয়োজন সেবনকালে কি বুঝিতে পারে?

৭। তদ্বৎ য়েশূ খ্রীষ্টের ঈশপ্রেরিতত্বের প্রমাণ জিজ্ঞাসা বা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের তথ্যানুসন্ধান শাস্ত্রপ্রয়োজনবোধের অপেক্ষাধীন নহে।

৮। যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কহে যে তোমাদিগের পিতা বা অন্য কোন গুরুজন আমাকে তামাদিগের নিকটে পাঠাইয়া এই২ সমাচার বা আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন, তবে কি আমরা কহি, সমাচার প্রেরণের কোন প্রয়োজন দেখি না, তিনি পূর্ব্বেই সর্ববিষয় নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমি এই সমাচার লইয়া তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছ কি না, ইহার আলোচনায় আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। এমন কহা দূরে থাকুক সমাচারটী কি আর ঐ দুত উক্ত ব্যক্তি হইতে আসিয়াছে ইহার নিদর্শনই বা কি

ইহা জানিতেই আমরা ব্যগ্র হই। আর ঐ আগত বার্ত্তানিচয়ের মধ্যে কষ্টসাধ্য আদেশ বা দুরূহ উপদেশ থাকিলে সমধিক যত্নসহকারে বার্ত্তাবহের সত্য এবং সমাচারের অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে চেষ্টিত হই।

৯। যদি এমন কল্পনা করা যায়, যে সর্বস্রষ্টা পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তি ও অনুগ্রহ অসীম, তাঁহার যাহা করিবার তাহা তিনি একেবারেই করিয়াছেন, আমাদিগকে একেবারেই মঙ্গলবিধায়ক সমস্ত নিয়মাদিতে মণ্ডিত করিয়া সৃজিয়াছেন, তদরিক্ত নূতন ব্যবস্থা প্রচারণে তাঁহার অপরিণামদর্শিতাই সিদ্ধ হয়, অতএব শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই বলাই শ্রেয়ঃ,—তবে আবার ইহাও বিবেচনা করিতে হয় যে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমস্তই বর্ত্তমানবৎ অবস্থান করে বটে, মানবজাতির আদ্যন্ত গতিবিধি তিনি যুগপৎ নিরূপিত করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সমগ্র নিরূপণাদি তিনি যে যুগপৎ প্রকটিত করিবেন ইহা সম্ভব হয় না। ত্রিকালজ্ঞের জ্ঞানাধার কেবল সেই ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার অভিপ্রায়াদির যৎকিঞ্চিন্মাত্র আমরা জানিতে সক্ষম হই। তাঁহার সম্বন্ধে অপ্রাকৃতিক দৈব বা নিয়মাতিরিক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমাদের জ্ঞান পরিমিত স্বল্প নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, আমরা কি অগ্রেই এমন নির্দ্ধারিত করিতে পারি যে, আমাদের পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক

আশ্চর্য্য বা অভূতপূর্ব, ঈদৃক কোন ঘটনা বা প্রথা সর্বনিয়ন্তার চিরন্তন অথচ নিগূঢ় বিধানবশে কোন ক্রমেই কোন কালেই আবিষ্কার্য্য নহে? বরং, ইয়ত্তাশূন্যেতে শাস্ত্রপ্রদানাসামর্থ্য আরোপ করা আর সেই অসীমগুণময়ের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করা এ ধৃষ্টতাদ্বয়ের কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না।

১০। জ্ঞান পরম পদার্থ, অমৃতকুপস্বরূপ। সর্বজ্ঞ পরমেশ বিনা অন্য কে কহিতে পারে যে, আর অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই? সচ্চিদানন্দের প্রাপ্তি বা ভোগ বিরহে জ্ঞানতৃষ্ণার নিবারণ অসম্ভব। অতএব সৃষ্টি হইতেই হউক বা সৃষ্ট্যতিরিক্ত শাস্ত্র হইতেই হউক যথা তথা হইতে প্রাপ্য জ্ঞানান্বেষণে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

১১। ফলতঃ, মনুষ্যের পূর্বাপর অবস্থার প্রতি অবলোকন করিলে শাস্ত্রের প্রয়োজনও অব্যাজে হৃদয়ঙ্গম হইবে;—

ক। শাস্ত্রাভাবে বিজ্ঞতম মনুষ্যেরাও গরিষ্ঠ প্রস্তাবে সন্দিহান হয়েন। ঈশ্বর আছেন কি না, তাঁহার স্বভাব কি, জগৎ সৃষ্ট বা অসৃষ্ট, ঈশ্বর উহার তত্ত্বাবধারণ করেন কি না, পরকাল আছে কি না, তথায় বিচার হইবে কি না?—এবম্প্রকার প্রশ্নের সূক্ষ্ম মীমাংসায় তাঁহারা সমর্থ হয়েন না। প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে যেমন নিশ্চয় বোধ হয় যে, খ্রীষ্টাগমনের

পূর্ব্বে ঐগুপ্তীয় হিন্দু গ্রীক্ রোমীয় ইত্যাদি জাতিদের মধ্যে প্রচুর ধীশক্তিসম্পন্ন মহাজনেরা মহোদয় প্রাপ্ত হইলেন, তেমনি উক্ত প্রসঙ্গনিচয়ে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা এবং সংশয়ানত্ব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।

খ। ব্রহ্মাদি জিজ্ঞাসায় কোন স্থির সিদ্ধান্তের উপলব্ধি না থাকায় ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতেও চাপল্য সম্ভাব্য। উপাসনা ও নীতি-প্রসঙ্গে—ঈশ্বর ও মনুষ্যোদ্দেশে কায়মনোবাক্যের নিয়ম বিধানে—তাঁহাদিগের বিজাতীয় অনৈক্য আছে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বলিষ্ঠ কারণ দর্শাইতেও তাঁহারা অক্ষম হয়েন।

১২। যদি বল এখন তো অনেকে শাস্ত্র না মানিয়াও স্বীকার করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর আছেন,—তিনি শুদ্ধবুদ্ধ সর্বশক্তিমান,—তাঁহার উপাসনা বিধেয় বটে,—ভক্তি ও নীতি তাঁহার উপাসনার মুখ্যাঙ্গ,—সমস্ত মনুষ্যকুলের প্রতি ভ্রাতৃ-ভাব ধার্য্য,—পরকালে ধার্ম্মিকের পুরস্কার ও দুষ্টের দণ্ড হইবে ইত্যাদি। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাঁরা কি প্রকারে এই জ্ঞান পাইলেন? খ্রীষ্টাগমনের পূর্বে প্রগাঢ়বুদ্ধি ধীমন্ত লোকেরা যাহা নিশ্চয় জানিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে যে আধুনিক অশাস্ত্রিকদের স্থিরানুভব হইয়াছে, ইহার একমাত্র হেতুবাদই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ খ্রীষ্টাগমনের পশ্চাৎ শাস্ত্রজ্ঞান ভূমণ্ডলে প্রচারিত হওয়ায় অনেকে শাস্ত্র না মানিয়াও উহারই জ্যোতি

দ্বারা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রবার্ত্তা জানে নাই, তাহাদিগের মধ্যে যদি ঈশতত্ত্ব পরকাল-তত্ত্ব নীতিতত্ত্ব ইত্যাদির নির্ম্মল ও স্থির জ্ঞান দৃশ্য হইত, তবেই প্রাকৃতিক ধীশক্তির প্রভাব প্রকটিত হইত। পরন্তু স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, পূর্বতন বা ইদানীন্তন অপ্রাপ্ত শাস্ত্র কোন ব্যক্তি বা জাতি উক্ত প্রসঙ্গ সমূহে অজ্ঞান ও সন্দেহ ও ভ্রমশূন্য নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব,—তাঁহার একত্বাদিগুণনিকর,—তৎকর্ত্তৃক জগৎ সর্জন ও শাসন,—জীবাত্মার অনশ্বরত্ব,—পাপমোচন,—মনুষ্যের ভ্রষ্টস্বভাবশোধন,—এবংবিধ পারমার্থিক প্রস্তাবের মূল কথায় মতের এত বিচিত্রতা দেখা যায় যে, মানব-বুদ্ধির অতীত দৈব উপায় সহকারে মীমাংসা ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে আর কি দ্বিধাকম্প সম্ভবে?

১৩। এই অজ্ঞান ও অনৈক্য পদার্থবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিবিধ প্রাকৃতিক বিদ্যানুশীলনে ঘুচিয়া যাইবার নহে, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতবর্ষ গ্রীস ও ইটালী-প্রভৃতি জনপদে এত মতবিভিন্নতা এবং বুদ্ধিভ্রংশ দৃষ্ট হইত না। নাস্তিকতা এবং প্রতিমাপূজা ঐ দেশত্রয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন।

১৪। আর অধুনা সর্ব্ববিদ্যাসমুজ্জ্বল ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদ্বীপ-নিবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রশাসন অগ্রাহ্য করিয়া

সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমাত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দৈনিক মতচাঞ্চল্যের কথাও সকলের বিদিত আছে। আর আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অবলোকন করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, শাস্ত্র বিনা ধর্ম্মের স্থিরতা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বেদ পুরাণাদিতে শাস্ত্রবিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক নিরঙ্কুশবৎ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মাচারের কি কোন সর্ব্বসম্মত বিধান অনুষ্ঠিত হইয়াছে?

১৫। ভৌতিক ও শারীরিক ও মানসিক নিয়মের পরিলোচন ও পরিপালনে মনুষ্যের মঙ্গল হয় বটে, কিন্তু উক্ত নিয়ম লঙ্ঘনজাত দোষ ও দণ্ডার্হতা শাস্ত্রবিনা কি প্রকারে খণ্ডিবেক? রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনুতাপী হইলেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তবে সমস্ত সৃষ্ট্যধিপতির নিয়ম অনুক্ষণ অতিক্রম করিয়া কেবল পরিবেদনাকুল অনুতাপ দ্বারাই যে ক্ষমা পাইব, ইহা কি সম্ভাব্য? রাজ্যব্যবস্থা বিশেষ বিশেষ দেশমাত্রের মঙ্গলবিধায়িকা, ঈশ্বরের রাজত্ব দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত সৃষ্টিব্যাপ্ত, তাঁহার নিয়মলঙ্ঘনে সমস্ত সৃষ্টির অমঙ্গল সম্ভাব্য, অতএব কিপ্রকারে জানিব যে সমুচিত দণ্ড ভোগাসত্ত্বে ঐ অমঙ্গলের খণ্ডন হইতে পারে? ঈশস্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়ম কেহই পালন করিতে পারে না; তজ্জন্য সকলেই অপরাধী,—শাস্ত্রবিনা ঐ

অপরাধ মার্জ্জনার কোন উপায় নিশ্চয় হয় না। আমাদিগের অভাব দূর করণার্থে, আমাদিগের সুখোৎপত্তির নিমিত্তে, সৃষ্টির মধ্যে যে সকল কৌশলাদি দৃশ্য হয়, তদ্দ্বারা বোধ হয় বটে যে, ঈশ্বর মার্জ্জনারও উপায় অবশ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু অনুতাপ পুরঃসর আত্মশোধন চেষ্টাই যে সেই উপায়, ইহাতে কি প্রকারে নিঃসংশয় হইব? বিশেষতঃ যখন নিয়মাতিক্রম-জনিত দোষের যে কি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্তি, তাহা আমাদিগের অবগম্য নহে। সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম ব্যতিসঙ্গ এবং অন্যোন্যাশ্রয় দেখা যাইতেছে, অতএব মনুষ্যের অপরাধ-দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্টই সম্ভাব্য, এই অনিষ্ট অনুতাপেতে লয় পাইবে কি না, শাস্ত্র বিনা জ্ঞাতব্য নহে।

১৬। পৃথিবীস্থ জীবসমূহের মধ্যে উচ্চ নীচক্রমে পরিদৃশ্য-মান শ্রেণীতে মনুষ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ শ্রেণীর আলোচনায় সম্ভব হইতেছে যে, মনুষ্যাপেক্ষা ধীশক্তিসম্পন্ন অথচ দৃক্‌পথা-তীত অন্য জীবশ্রেণীও জগৎকর্ত্তার বিচিত্র সর্জ্জনপ্রভাব প্রকাশ করিতেছে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর সৃষ্টিমালার অন্তর্গত সংযোগদৃষ্টে অবশ্যই এমন বোধ হয় যে, ইহার সহিত ইন্দ্রিয়াতীত জীবশ্রেণীরও সম্পর্ক আছে। অতএব আমাদিগের অপরাধ বশতঃ অন্যান্য শ্রেষ্ঠতর জীবগণেরও মধ্যে সংস্থান ভঙ্গ সম্ভাবিত। ঈদৃক্ অমঙ্গল যে কেবল

আমাদিগের অনুতাপ দ্বারা নিরাকৃত হইবে, ইহা কি প্রকারে জানিব ?

১৭। পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়মপালনই ধর্ম্ম পুণ্য সৎকার্য্য বৈধাচার সাধু ব্যবহার, ইহাতেই আত্ম-প্রসাদরূপ অমূল্য রত্নে আমাদিগের হৃদয় অলঙ্কৃত হইয়া সুধাময় আনন্দের অনুভব করে। ইহার বিরুদ্ধভাবই অধর্ম্ম পাপ কুক্রিয়া অবৈধাচার অভদ্র ব্যবহার, যদ্দ্বারা আমরা আত্মগ্লানির অন্তর্দ্দাহে অকথ্য বেদনায় সন্তপ্ত হই। মনোবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বৃত্তির প্রাধান্য স্রষ্টার অভিপ্রেত, ইহা কে না স্বীকার করিবে ? তত্রাপি এই বোধসত্ত্বেও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য ধ্রুব অনুভূত হইতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মাদির আলোচনায় এই আন্তরিক দ্রোহের শান্তি হইবে, বিবিধ বিদ্যানুশালনের মাহাত্ম্যে নীচবৃত্তি উচ্চবৃত্তির শাসনস্থ হইবে, ইহা ত কোন মতেই সম্ভবে না। পণ্ডিতদিগকেও গর্ব্ব অসূয়া কাপট্য অর্থস্পৃহা পরদূষণ পরপীড়ন আত্মহত্যাদিতেও কলুষিত দেখা যায়। বিদ্বন্মণ্ডলীভূষিত জনপদেও সৃষ্ট বা মনঃকল্পিত বস্তুর উপাসনা এবং তদুদ্ভূত অশেষ অনিষ্টোৎপাদক জাতিভেদ নৃশংস স্ত্রীহত্যা বালহত্যা ইত্যাদি প্রথা চলিত হইয়াছে।

১৮। আমাদিগের এই ভারতবর্ষে এখন নানাপ্রকার বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে, কিন্তু আমরা কি পূর্ব্বাপেক্ষা

সচ্চরিত্র হইয়াছি? বরং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিতে গেলে দুর্বিনয় ভ্রষ্টাচার ও দুর্বৃত্তির ভীষণ প্রবর্দ্ধন সাক্ষাৎকারে হিতৈষী জনের মন কি ব্যথিত হয় না, হৃদয় কি বিদীর্ণ হয় না, শরীর কি রোমাঞ্চিত হয় না, বক্ষঃস্থল কি নেত্রনীরে আর্দ্র হয় না? জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক মিথ্যাময় শাস্ত্র এবং তজ্জনিত নানা গর্হিত আচার চলিত থাকিলেও আমাদিগের ধর্ম্মবৃত্তি এক্ষণাপেক্ষা পূর্ব্বে বলীয়সী ছিল, ইহার কি কোন সন্দেহ আছে? ধন ও মান ও বাক্‌চাতুর্য্য ও সামাজিক বাহ্য রীতি সংস্কার ইহা লইয়াই কৃতবিদ্যদিগকে মহা ব্যস্ত দেখা যায়। ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।

১৯। অতএব অপ্রাকৃতিক স্বভাবতঃ অপ্রাপ্য শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, যৎসহকারে প্রধান বৃত্তির প্রভুত্বের পুনঃস্থাপনে মনোরাজ্য শান্তি ও কুশল, সুখ ও সামঞ্জস্যে পরিপূরিত হইতে পারে। এতাদৃশী শক্তি শাস্ত্রবিনা কোন তন্ত্রেই প্রাপ্তব্য নহে। মনুষ্যের স্বভাবে দোষ জন্মিয়াছে। প্রাকৃতিক সংস্থান বিকৃত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান পরম জ্ঞান, যাঁহার এই জ্ঞান যত মার্জ্জিত, তিনি সেই পরিমাণে উক্ত দুর্দ্দশার অনুভব করিতেছেন, তিনি ততই আত্মবেদন স্বচ্ছ মুকুরে মানব প্রকৃতির বিকার,—মনুষ্যের দোষ-দৌর্ব্বল্য মতি-

চ্ছন্নতা অক্ষ-তন্ত্রতা,—প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিস্ময়াকুলিত হইতেছেন। এই বিকার প্রকৃতিস্থ তন্ত্রগ্রামের অপ্রতিকার্য্য। স্রষ্টার কোন বিশেষ বিধান ব্যতিরেকে পুনর্জন্মবৎ পরিবর্ত্তন অপেক্ষণীয় নহে। বিভুই মানব প্রকৃতির এই বিকার ঘটিতে দিয়াছেন, নিঃসন্দেহ ইহা নিরাকরণেরও অব্যর্থ উপায় তিনিই স্থির করিয়াছেন।

২০। অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব পরকালতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও স্বভাবশোধনতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান যেমন নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক, তেমনি আবার প্রাকৃতিক উপায়ে দুর্লভ হওয়াতেই, পুরাকালাবধি পৃথ্বীতলে শাস্ত্রপ্রবাদ রটিত আছে। শাস্ত্রপ্রয়োজনবোধ মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে এমনি গভীর ভাবে নিখাত যে, স্পষ্ট অমূলক উপদেশও ঈশ-প্রণীত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ, শাস্ত্রাবলম্বনের এতাদৃশ সর্ব্বসাধারণ প্রাবল্যের এই মীমাংসাই হইতে পারে যে, হয় জগৎপাতা পরমাত্মা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও সংজ্ঞার সহকারে স্বভাবতঃ প্রাপ্য জ্ঞানাতীত কোন জ্ঞান প্রাচীনতম কস্মিন্ সময়ে দিয়াছিলেন, বা তাদৃক্ জ্ঞান যে দিবেন এমত ভরসার প্রভাবে মনুষ্যকুল শাস্ত্রসম্ভাবনায় কৃতনিশ্চয় হইয়াছে।

২১। পাপমোচনার্থ ও জ্ঞান এবং শক্তি বর্দ্ধনার্থ শাস্ত্রের

প্রয়োজনসত্ত্বে, আর ঐ প্রয়োজনসমুৎপন্ন শাস্ত্রাকাঙ্ক্ষার এতাদৃশ সাধারণ ব্যাপ্তিসত্ত্বেও, শাস্ত্রানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া যদি মনে করি যে, না, শাস্ত্রের আর অনুসন্ধান কি করিব? প্রাকৃতিক ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞানোপায় সর্ব্বজ্ঞানাধার পরমাত্মার নিরূপিত হইলে প্রাকৃতিকবৎ ইহাও সর্ব্বসাধারণের সহজে প্রাপ্য হইত, তবে আবার বিবেচনা করিতে হয়, যেমন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে, প্রাকৃতিক বা অপাকৃতিক সমস্ত বিষয় নিত্যকালাবধি নিত্যকালারূঢ়ের সমীপে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আমাদের নিকটে উহা ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। তত্ত্ববিদ্যা পদার্থবিদ্যা ভূতত্ত্ব ও রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যা প্রথমতঃ প্রাকৃতিক নিয়মাদির আলোচনায় কতকগুলিন মনুষ্যের আয়ত্তা হয়, পরে জনসমাজের মধ্যে প্রকটিতা হইয়া নানা বিধায়ে শুভ সাধন করে। ভূরি ভূরি লোকে ঐ সমস্ত বিদ্যার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ও তন্নিহিত রহস্যের কথা কিছুই না জানিয়াও তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছে। অতএব প্রাকৃতিক জ্ঞানের বিষয়ে বিধাতার এই প্রণালী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ জ্ঞান আদৌ অল্পের অধিকৃত হয়, পশ্চাৎ সাধারণের প্রাপ্য হয়। অপ্রাকৃতিক জ্ঞান যাহাকে শাস্ত্র কহি, তাহাও তদ্বৎ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে শাস্ত্রানুসন্ধানে বিরত হইলে ঘোরতর প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা।

২২। শাস্ত্রানুসন্ধানে কেহ ২ এই প্রতিবন্ধক দেখেন যে, ইহাতে মৃতোত্থাপনাদি স্বভাবতঃ অসাধ্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে দোষ কি? ঈশ্বর যে আমাদিগের জ্ঞানাতীত নিয়মে কোন কার্য্যই কখনই হইতে দিবেন না, ইহা কি যুক্তিসিদ্ধ কথা। যিনি আমাদের জ্ঞাত সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া অসত্তা হইতে এই প্রকাণ্ড জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা বা অনুমতিক্রমে গতাসু ব্যক্তি জীবিত হইবে বা জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইবে, ইহা কি এমন একটা নিতান্ত প্রলাপোক্তি যে শ্রুতি বিবরে প্রবেশ মাত্রেই হৃদয়ে বৈরক্তি উৎপন্ন করিবে। প্রাচীনতম কালাবধি পৃথ্বীমণ্ডলের সর্ব্বত্র অতিমর্ত্য অদ্ভুত অপ্রাকৃতিক ঘটনার সংবাদ প্রচলিত আছে। এ সমস্ত কাহিনীর কি কিছুমাত্র মূল তথ্য নাই? সমস্তই কি মিথ্যা? কেবল ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে কিছুই অসাধ্য বা আশ্চর্য্য বোধ হয় না, তাঁহার পক্ষে চক্ষুর সৃষ্টি করা বা জন্মান্ধের চক্ষু উন্মীলন করা এ কর্ম্ম-দ্বয়ের মধ্যে অণুমাত্র তারতম্য নাই। যদি কহি, যেং নিয়মাদি সংযোগে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অতিক্রম কোন মতেই তাঁহার সাধ্য নহে, বা তন্মধ্যে অন্য কোন বিভিন্ন নিয়ম তিনি প্রবেশ করাইতে পারেন না; তবে তাঁহাকে আমাদিগের হইতেও অধিকতর সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা যখন স্বাধীন

ইচ্ছাবৃত্তি দ্বারা অচেতন পদার্থের প্রাকৃতিক প্রণালী লঙ্ঘন করিয়া ঊর্দ্ধমার্গে প্রস্তর খণ্ড উৎক্ষেপণ করিতে পারি, তখন জগদীশ্বর যে প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলিসত্ত্বে কোন ক্রমেই আপন ইচ্ছাবশত অদ্ভুত শক্তি প্রকটনে গতাসু ব্যক্তিতে পুনরায় জীবন সঞ্চার করাইতে পারেন না, ঈদৃক কল্পনা করা আর তাঁহাকে একেবারে ইচ্ছাবৃত্তি শূন্য করিয়া আমাদিগের জ্ঞাত-মাত্র নিয়মাদির বশীভূত মনে করা এ দুই কল্পের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র জীবচয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম জীব যত না মনুষ্য হইতে অপ-কৃষ্ট, তাহারও অসীম পরিমাণে ঈশ্বর সান্নিধ্যে মনুষ্যকে নীচ-শ্রেণীস্থ স্বীকার করিতে হইবে। তবে যেমন মনুষ্যের গতি বিধির বিষয়ে ক্ষুদ্রতম কীট কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না তেমনি মনুষ্যের পক্ষে জগন্নাথের জগৎ শাসন প্রণালী যে দুর্জ্ঞেয় হইবে, ইহা কি একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। হীনবুদ্ধি মনুষ্য কি বিশ্বপাতার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যবস্থা ও কৌশলজ্ঞানে এমনি সুপণ্ডিত হইয়াছে যে, পর্য্যালোচনা না করিয়াই অগ্রেতেই কহিয়া বসিতে পারে যে, অনৈসর্গিক বিধানে মানবজাতির মঙ্গল সাধন কোন ক্রমেই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। আমাদি-গের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্যকোন জীবমণ্ডলের শাসনতত্ত্ব যদি আমাদিগের বিদিত থাকিত, তবে তদ্দৃষ্টান্তানুসারে ইহলোকে

তিনি কিং রূপে কিম্ভূত নিয়মাদি প্রচলিত করিবেন, তাহা অনু-
মান করিতে সক্ষম হইতাম। বস্তুতঃ আমরা অন্যকোন লোকের
বিষয়েঁ কিছুই জানি না, অতএব ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে কি এমন
কল্পনা করিতে পারি যে, আমাদিগের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির
নিমিত্তে প্রকৃতিসিন্ধু ভিন্ন বহুবিধ বিচিত্র রত্নে শোভনীয়
আপন অগাধ জ্ঞানার্ণব হইতে অমৃত উৎপাদন করা সর্ব্বশক্তি-
মান্ সচ্চিদানন্দ মহেশের পক্ষে একেবারেই নিবারিত।

২২। প্রজ্ঞা বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানের উৎপত্তি,
ইহারা কলুষিত হইলেই জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভ্রমের আবির্ভাব,
আর ইহাদের সংস্কারেই ভ্রমের অন্তর্ধান। এই শক্তিত্রয়
প্রয়োগে অধুনা অনেকে একপ্রকার নিশ্চয় করিয়াছেন যে,
হিন্দুদিগের বেদপুরাণাদিতে এবং মুসলমানদিগের কোরাণে
ভূরিং এমন বচন আছে বটে যাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ
নীতির অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে, তত্রাপি উক্ত গ্রন্থসমূহের
এমন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না যদ্দারা উহাদের শাস্ত্রত্ব
প্রতিপন্ন হইতে পারে, যদ্দারা প্রতীতি হইতে পারে যে, রচয়ি-
তৃগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্‌সাহায্যে অপ্রাকৃতিক জ্ঞানাবেশে ঐ সকল
পুস্তক লিখিয়াছিলেন, বরং তৎং প্রবন্ধে অসংলগ্ন পরস্পর
বিরোধী অহিতকর নীচপ্রবৃত্তিপোষক উপদেশ ও অনুষ্ঠানাদির
কথা থাকাতে ভ্রমাকীর্ণ মানববুদ্ধির রচনাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

২৩। অপিচ, ঈশ্বরের মনুষ্যস্বভাবগ্রহণ, পাপধ্বংসার্থ অনুতাপ ও আত্মশোধনাতিরিক্ত অন্যকৃত প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা, পবিত্র হওনার্থ দৈবপ্রসাদের প্রয়োজন, মনুষ্যকে অনৈসর্গিক ক্ষমতা প্রদান, ঐশানুগ্রহপ্রাপ্ত্যর্থে ঈশনিরূপিত বাহ্যানুষ্ঠানের উপযোগিতা, ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিভুস্থাপিত শ্রেণীবিশেষ, মনুষ্যের অনশ্বরত্ব, মৃত্যুর পর অমার্জ্জিত পাপের দণ্ডভোগ ও সচ্চরিত্রের ফলভোগ, ভক্তির মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হওনই মুক্তি, ঈদৃশ ভাববাচক যে সকল কথায় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থচয় শোভিত আছে, তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, অতিপ্রাচীন কালে আমাদের এই এশিয়া খণ্ডে সর্ব্বমঙ্গলাকর জগন্নাথ প্রজ্ঞাদিসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানও প্রদান করিয়াছিলেন; কালক্রমে ঐ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ না থাকায় লুপ্ত হয়; উহার কোন ২ অংশ পুরুষপরম্পরায় বাচনিকরূপে প্রথমে রক্ষিত হয়, শেষে কোবিদদিগের স্বকপোলোদ্ভাবিত উপকথা মঞ্জরীতে গ্রথিত হইল।

২৪। প্রাগুক্তবৎ ভাবসকল আমরা যে আদৌ আপনাদেরই মন হইতে উত্থাপন করিয়াছি, ইহাতো কোন ক্রমেই সম্ভবে না।

২৫। ঐ২ রূপ যে২ কথা কোরাণেতে আছে, তৎসমস্ত যে য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয়দের গ্রন্থ হইতে সমাহৃত, ইহাতে প্রায়

কাহারো সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর প্রারম্ভে মোহম্মেদ কতিপয় উক্তধর্ম্মজ্ঞ সহচর সংযোগে কোরাণীয় মত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাতেই পুরাতন ও নূতন নিয়ম নামধেয় পুস্তকদ্বয়ের নানা কথা কোরাণেতে পাওয়া যায়। য়িহুদীরা কেবল পুরাতন নিয়মে শ্রদ্ধা করত খ্রীষ্ট আসিবেন ইহার প্রতীক্ষা করিতেছে, খ্রীষ্টীয়েরা উভয় নিয়ম শিরোধার্য্য করিয়া তদুক্ত অনেক২ ভবিষ্যদ্‌বাণীর সম্পূরণ দর্শনে অবশিষ্ট বাক্যের সত্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া অভিষিক্ত ত্রাতার দ্বিতীয় আবির্ভাবের ভরসায় কাল যাপন করিতেছে।

২৬। কিন্তু আমাদের বেদপুরাণাদিরচয়িতৃগণ কোথা হইতে অবতার বলিদান পুনর্জন্ম ঈশ্বরে লীন হওন ইত্যাকার প্রজ্ঞাবুদ্ধীন্দ্রিয়াসাধ্য অমানুষিক ভাব প্রাপ্ত হইলেন ?

২৭। পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয় যখন পোর্টুগীসেরা ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তভাগে বাণিজ্যার্থ স্থান পাইল, তখন তথায় চতুর্দশশত মন্দিরগামী দুইলক্ষ খ্রীষ্টীয়দের সম্ভ্রান্ত সমাজ অঙ্গমালার বিশপের ধর্ম্মাধ্যক্ষতা স্বীকার করিতেছিল। অপিচ, নবমশতাব্দীর শেষাংশে ব্রিটেনভূপ অল্‌ফ্রেডের প্রেরিত দূতেরা মান্দ্রাজের নিকট বাসী খ্রীষ্টীয়দের হইতে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্শ্‌শতাব্দীয় ঊসিবিয়ের খ্রীষ্টসভার ইতিহাসে দেখা যায় যে

দ্বাদশপ্রেরিতবৃন্দের এক জন, সাধু থোমা, মীডিয়া পারস্য কার্মনিয়া বাক্‌ট্রিয়াদি দেশে শাস্ত্র প্রচার করিয়া শেষে আমাদের আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম পুরঃসর মালাবার অঞ্চলীয় দাক্ষিণাত্যে য়েশূর আধ্যাত্মিক রাজ্য স্থাপনে সফলযত্ন হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে হনন করিয়াছিল। ঐ প্রদেশীয় প্রাচীন খ্রীষ্টীয়েরা এখনও পর্য্যন্ত সাধু থোমার সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। উসিবিয় অন্যত্র কহেন ঐগুপ্ত দেশের অলেক্ষন্দ্রীয় নগরীতে যে মহাবিদ্যালয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয় তাহার প্রথম অধ্যক্ষ, দার্শনিক পান্তেন, শাস্ত্র প্রচারার্থ ইণ্ডিয়া অবধি আসিয়া দেখিলেন খ্রীষ্টজ্ঞ কতকগুলিন লোকের মধ্যে প্রেরিত বর্থল্মায়ের দত্ত মথায়লিখিত খ্রীষ্টচরিত্র হিব্রুভাষানুবাদে রহিয়াছে। অতএব সম্ভব যে দ্বাদশ প্রেরিতদিগের জীবদ্দশাতেই ভারত ভূমি ঈশাভিষিক্তের জ্ঞানজ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল। প্রামাণিক পুরাবৃত্তে নিশ্চয় জানা যাইতেছে, পঞ্চদশশত বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া, কমোরিন্ অন্তরীপ হইতে ক্রাঙ্গনোর্ পর্য্যন্ত প্রসারিতা ভারতসমুদ্রতীরস্থা খ্রীষ্টসভা সুরিয় ও বাবিলন্ ও আন্তিয়খের বিশপাধ্যক্ষদিগের হইতে আপনাদের প্রধান আচার্য্য আনাইয়া অনেকাংশে খ্রীষ্টধর্ম্মের পুরাতন পদ্ধতি বজায় রাখিয়াছেন।

২৮। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বপশ্চাৎ প্রচারিত দৈবজ্ঞানের প্রভাব

বশতই হউক বা অন্য কোন প্রকারেই হউক আমাদিগের প্রাচীন পুস্তকে পূর্ব্বোক্তবৎ নানা কথা ও প্রথার প্রসঙ্গ থাকিলেও, ঐ২ প্রসঙ্গের সহিত ভ্রান্তিমূলক উপকথা মিশ্রিত আর বেদপুরাণাদিতে দৈবপ্রণয়নের বা সত্যেতিবৃত্তের লক্ষণ অপ্রাপ্ত হওয়াতে, অধুনা বুদ্ধিমান্ লোকের মধ্যে ঐ সমস্ত পুস্তক শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে যে সকল অপ্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব নিখাত আছে, তাহার উল্লেখ বা আলোচনায় কৃতবিদ্যদিগকে প্রায় পরাঙ্মুখ দেখা যায়। অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, ঐশপ্রসাদ, দ্বিজন্ম, শাস্ত্রপ্রচারকপদবিশেষ, নরকস্বর্গ ইত্যাদি প্রস্তাবনায় আজিকালি লোকে আর বড় একটা সম্মত নহেন।

২৯। যাঁহারা একটু ইংরাজী শিখিয়াছেন তাঁহারা তো সহসা কহিয়া উঠেন, "ও সকল কথা সর্ব্বই মিথ্যা, এ ঊনবিংশ শতাব্দী, এখন আর ওপ্রকার কথা ভাল লাগে না।" এখন রেলরোড, টেলিগ্রাফ, ইস্কুল, কালেজ, ঊনিবরসিটী, স্ত্রী-শিক্ষা, বীটনসোসাইটী, সোশলসাএন্সসোসাইটী, কবেন্যাণ্টেডসরবিস, বাণিজ্য ইত্যাকার সামাজিক উন্নতির উপায় সাধন চেষ্টায় সকলই এমনি নিমগ্ন যে আপাততঃ বোধ হয় যে তাঁহারা মনে করেন উহাদ্বারাই আমাদিগের নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হইবেক। উক্ত ও তদ্বৎ উপায় দ্বারা এক প্রকার সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়

তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলে উহা বাহ্য মাত্র, আন্তরীণ নহে।

৩০। মনুষ্যমাত্রেই পাপী এবং তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে বিশ্লিষ্ট, পুনঃসংযোগ না হইলে কোন বিধায়ে সুখী হইবার পথ নাই। এই মিলনসম্পাদনই খ্রীষ্ট শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যে পুস্তকে এই মহাতত্ত্বের জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সত্য নির্ণয় নিতান্ত আবশ্যক। সুরিয়া আর্ম্মেনিয়া গ্রীস্ ইটালী ইংলণ্ড ইত্যাদি নানা দেশীয় নানা ভাষাবাদী নানা ব্যবহার-ধারী নানা ক্রিয়াকলাপানুরক্ত খ্রীষ্টীয় বর্গমাত্রেই এক বাক্যে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ কহিয়া আসিতেছেন যে, খ্রীষ্টের সমকালীন আদিম শিষ্যেরাই তাঁহার চরিত্রাদিজ্ঞাপক নূতন নিয়ম নামে বিখ্যাত পুস্তক লিখিয়াছেন।

৩১। যে পর্য্যন্ত না রোমীয় সম্রাট্ মহা কোন্স্তান্তীন স্বয়ং খ্রীষ্টানুচরত্ব স্বীকার করিলেন সেই শতত্রয় বৎসর ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বমতপ্রকারে খ্রীষ্ট সভার লোমহর্ষণ অকথ্য তাড়ন হয়। যখন অসংখ্য খ্রীষ্ট সেবকদিগের রুধিরে মেদিনী আপ্লুত হইতে ছিল, যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম পালন ও প্রচারণ মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্কটাকুল ছিল, তখন ঐ পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইয়া খ্রীষ্ট-দ্বেষী তাৎকালিক য়িহুদী ও অন্যজাতীয়দের জ্ঞানগোচর হই-লেও, কেহ কখন কহে নাই "যে উহা কৃত্রিম, যাহাদের নামা-

ক্ষিত তাহাদের লিখিত নহে, কিম্বা উহা অনৃতমিশ্রিত, খ্রীষ্টের ক্রিয়া ও উপদেশের সঠিক বর্ণন উহাতে নাই" ; বরং ঐ পুস্তক খানিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব বিবৃত আছে বলিয়াই তাৎ-কালিক অখ্রীষ্টীয়েরা উহার মতখণ্ডনে কৃতসংকল্প হইয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেল্‌সুস তৃতীয় শতাব্দীতে পোর্ফ্রী ও চতুর্থ শতাব্দীতে যুলিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মের মর্ম্মান্তিক শত্রু হইয়াও কুত্রাপি কহেন নাই যে নূতন নিয়ম জাল পুস্তক বা তন্নিহিত খ্রীষ্টচরিত্র মিথ্যাময়।

৩২। অধুনা অনেকে রোমীয় সাম্রাজ্যের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া থাকেন, অতএব সহজেই জানিতে পারেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপন কালে বিদ্যা বুদ্ধির সমধিক উন্নতি হইয়া ছিল। পূর্ব্বোক্ত শতত্রয় বর্ষ মধ্যে জগদ্‌গ্রাসক রোম-রাজ্যের সর্ব্বত্র উচ্চ মধ্যম নীচ শ্রেণীস্থ অগণ্য লোকে উগ্র-তাড়নার সম্মুখে খ্রীষ্টের চরিত্র ও মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিল। ইহারা যে ষড়্‌দর্শনমত বা বৌদ্ধমত বা ব্রাহ্মমত বা কম্‌টীয়মত বা ডিইষ্টমত বা থিইষ্টমত ইত্যাদিবৎ কোন একটা মনঃকল্পিত বা কোন ধীমান্ ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কৃত মত গ্রহণ করিল তাহা নয়। তবে, খ্রীষ্টধর্ম্মের সাঙ্ঘাতিক শত্রু য়িহূদীদের মান্য পুরাতননিয়মাভিধ পুস্তকের ভবিষ্যবাক্যানু-সারে য়েশূনাম এক ব্যক্তি অসংখ্য অতিমর্ত্ত্য সাধিলেন,

অনুপম সাধু উপদেশ দিলেন, অন্যায়রূপে য়িহুদী ও রোমীয়-দের কর্ত্তৃক হত হইলেন, এবং শুক্রবার সায়াহ্নে সমাধিস্থ হইয়া রবিবার প্রত্যূষে সশরীরে পুনর্জ্জীবিত হইলেন ইত্যাকার চক্ষুকর্ণের বিষয়ীভূত যে২ বার্ত্তা, প্রথম শতাব্দীর ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরের পর অবধি করিয়া তাঁহার শিষ্যেরা প্রচার করিল, তাহা যে সত্য ইহাই ঐ নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় লোকেরা অকাট্য প্রমাণ বশতঃ মানিল।

৩১। সর্ব প্রথমে যাহাদের এমন জ্ঞান হইল যে সমস্ত মনুষ্যকুল পাপে কলুষিত, এবং ঐ পাপ হেতু অনন্তকালীয় দণ্ডের যোগ্য, আর খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণই ঐ দণ্ডার্হতা ঘুচা-ইবার এক মাত্র উপায়, তাহাদের ঈদৃশ অশ্রুতপূর্ব স্থিরো-পলব্ধির একটী কারণ দৃষ্ট হয়, তাহা এই, যে তাহারা খ্রীষ্টের কথা সত্য বলিয়া মানিল, আর তাহারা যে তাঁহার কথায় দৃঢ় প্রতীতি করিল ইহারো কারণ এই যে, পঞ্চশতাধিক সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া এক অদ্বিতীয় পুণ্য ব্যক্তি বিষয়ক যতো ভাব্যুক্তি তাহাদের গৃহীত পুরাতননিয়মপুস্তকে ছিল সকলই তাঁহাতে ঘটিতে দেখিল, তাঁহার নির্ম্মল নির্দোষ পুণ্যময় চরিত্র দেখিল, তাঁহার আয়াসশূন্য প্রাকৃতিকনিয়মাতিক্রান্ত দৈব ক্রিয়া দেখিল, তাঁহার অন্তর্ভেদী সাধু উপদেশ শুনিল, এবং তিনি আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে যাহা২ কহিলেন

তৎসমস্তই অবিকল সিদ্ধ হইতে দেখিল। এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির কথাপ্রমাণ তাহারা উপযুক্ত বাক্যত্রয়ে কৃতনিশ্চয় হইল এবং এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির আদেশ বশতঃ তাহারা ঐ বাক্যত্রয় গ্রহণে অন্যকেও আহ্বান করিল।

৩২ প্রথম বিশ্বাসী এই দ্বাদশ সাক্ষীরা যখন স্বদেশীয় য়িহূদীদের নিকটে শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইল তাহারা কিছু এমন কহিল না যে, "আমরা আপনারা একটা মত স্থির করিয়াছি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে আমাদের এই মত নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ, চলিত হইয়া সকলের গ্রাহ্য হইলে সাধারণ জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, আর আমাদের প্রত্যেকের জন্মও চরিতার্থ হইবেক।" তাহারা এমন কহে নাই। তাহাদের ঘোষণার অভিপ্রায় এই ছিল, যথা, যে২ দৈব লক্ষণ দ্বারা য়েশূ তোমাদের মধ্যে আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত জানান্ তৎসমস্ত তোমাদের গোচর ছিল, তত্রাপি অজ্ঞান বা খলতা বশতঃ তোমরা তাঁহাকে অন্যায়রূপে হনন করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয়ী দেখিয়াছি, তিনি পরলোক ও সমাধিগৃহ হইতে সশরীরে উঠিলে পর চল্লিশ দিন তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়াছি, এখন যদি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাহ, যদি পাপের অনন্তকালীয় দণ্ড হইতে রক্ষা পাইতে চাহ, তবে সেই পুনরুত্থিত পুণ্য ব্যক্তিতে বিশ্বাস

কর। এক অদ্বিতীয় ঈশাভিষিক্ত ত্রাতার বিষয়ে, তোমাদের সৃষ্টিপুস্তকাদি মলাখীপুস্তকাবধি ঊনচল্লিশখানি শাস্ত্রগ্রন্থে, যে২ প্রবাচনা বাক্য আছে, সমস্তই যদি য়েশূতে পর্য্যাপ্ত হইল, যদি তাঁহার চরিত্রে অণুমাত্র দোষ পাও নাই, যদি তাঁহার উপদেশ নৃকুল সমুদায়ের মঙ্গলোপাধায়ক, যদি তিনি মরিয়া পুনশ্চ জীবিত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হইলেন, তবে কি আর তাঁহার ঈশ্বরপ্রেরিতত্বে সন্দেহ সম্ভব হয়, তবে কি তাঁহার মুখনির্গত বাক্য মাত্রই শিরোধার্য্য নহে? সত্যসিন্ধু জগৎপ্রভু যাঁহাকে এমন সাক্ষ্য সংঘাতে পরিবেষ্টিত করিয়া পাঠাইলেন তাঁহাকে এখন আর কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিবে? তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলে সচ্চিদানন্দে মিথ্যাসাক্ষিত্ব আরোপ করা হয়। আমরা মনুষ্য মাত্রকেই যে য়েশূর শিষ্য হইতে প্রবৃত্তি দিতেছি, ইহার কেবল একৈ কারণ আছে, যথা, যাহা আমরা চক্ষু কর্ণ স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হইলাম, তাহা প্রচার না করিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিতে পারি? কেবল যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ভাবী বাক্য এই ব্যক্তিতে সম্যক্ সিদ্ধ দেখিলাম তাহা নহে, ইনি আপনি আপনার মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে কিছু কহিলেন তাহারও অবিকল ঘটন আমাদের নয়নগোচর হইল। আর যে দৈব শক্তি আমাদিগেতে প্রকটিত দেখিয়া তোমরা অবাক্ হইতেছ তাহাও তাঁহারই পূর্ব্বোক্তি প্রমাণ

প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্তর্হিত হওন কালে তিনি কহিয়াছিলেন যে অনতিবিলম্বে আমরা এই আশ্চর্য্য পরাক্রমে ভূষিত হইব। অতএব• তোমরা আপনারাই এখন বিবেচনা করিয়া দেখ আমরাই বা কি প্রকারে তাঁহার আজ্ঞায় অবহেলা করি, এবং তোমরাই বা কি বিধায়ে তাঁহার নামে প্রচারকারী আমাদিগের কথা না মান। স্রষ্টা কি প্রভূত অকাট্য প্রমাণে জানাইতেছেন না যে য়েশূর কথা এবং য়েশূবিষয়ক আমাদেরও কথা তাঁহার নিত্যনিয়মান্তর্গত সত্য সম্মত। সচ্চিদানন্দ বিভু যে কতকগুলিন মনুষ্যকে ভবিষ্যদ্বাণীসংগত দৈবক্রিয়া বিশিষ্ট হইয়া মিথ্যাময় কথা রটাইতে দিবেন ইহা কি সম্ভব? আর ইহা কিছু এমন একটা যৎসামান্য কথা নহে যে অনেকে অশ্রদ্ধা করে বলিয়া, কি তোমরা ইতিপূর্ব্বে জান নাই বলিয়া, কি স্বীকার করিতে গেলে অহঙ্কার বা আত্মতুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে, কি সামাজিক কোন ক্লেশ উপস্থিত হয়, কি ভ্রান্ত বা কলুষিত অথবা চিরপ্রিয় কোন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, শ্রমসাধ্য তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া সহসা দুই একটা আপত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবা। এ তেমন ব্যাপার নহে। য়েশূ বিষয়ক যে সাক্ষ্য আমরা দিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহার বাক্য ব্যর্থ হইবে না, তিনি কহেন, সমুদায় জগতে যাইয়া সর্ব্ব প্রাণীর নিকটে সুবার্ত্তা প্রচার কর, যে

বিশ্বাস করিয়া অভিষিক্ত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে, যে অবিশ্বাস করে সে দণ্ডিত হইবে। সুবার্ত্তা এই, ঈশ্বর জগৎকে এমনি প্রেম করিলেন যে আপন একমাত্র পুত্র দিলেন যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী মাত্রেই নষ্ট না হইয়া চিরজীবন প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বস্রষ্টা মহাপ্রভুর চিরস্থাপিত অথচ অধুনা প্রকটিত পবিত্র নিয়মানুসারে কেবল ইনিই মানবকুলের জ্ঞান ও পুণ্য শুদ্ধি ও মুক্তিদাতা, ইহাঁরই হস্তে সমস্ত বিচার সমর্পিত, ইনিই নিত্য বিভুর নিত্য তেজ, সম্প্রতি মনুষ্যত্বাবৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপর রাজত্ব করিতেছেন।

৩০। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় উক্ত রূপ ছিল। তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ খ্রীষ্টচরিত্রোপরি গ্রথিত এবং খ্রীষ্টাত্মানিঃসৃত। প্রকৃতিনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুণ্য ও প্রেমময় বিভুই ঐ চরিত্রে আদর্শিত, ঐ আত্মায় প্রকাশিত।

৩১। খ্রীষ্টশাস্ত্র অভূতপূর্ব্বপ্রণালীতে ক্রমশঃ পৃথিবীতলের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া আসিতেছে, কোন২ স্থানে এবং কোন২ সময়ে বেগবান্ হইয়া সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন পুরঃসর শীঘ্র লোককে অধীনস্থ করিতেছে, কোথাও২ বা কখন২ ধীরগত্যবলম্বনে স্বল্পে২ মনুষ্যের আত্মাকে আকর্ষিতেছে। অপিচ, প্রথম শতাব্দী হইতেই খ্রীষ্ট নাম ধারীদিগের মধ্যে নানাবিধ

মিথ্যা উপদেশ, পাষণ্ডতা, সভা ভেদ, হৃদয়ের কাঠিন্য, শাস্ত্রাবহেলন, দুরাচার, দুর্বৃত্তি দেখা যাইতেছে। যাঁহারা পুরাতন ও নূতন নিয়মদ্বয় প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্ত কিছুই আশ্চর্য্য নহে, তাঁহারা জানেন যে ভগবান্ য়েশূর সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক একচ্ছত্র সাম্রাজ্য সংস্থিতির পূর্ব্বে এই রূপ বিচিত্র ঘটন ঘটিবেক।

৩২। এখন পরিশেষে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি এ অধমের এই মাত্র বিনয়, যথা,—স্বদেশীয় বা বিদেশীয় খ্রীষ্টীয়দিগের দোষ, গবর্মেণ্টের ত্রুটি, ও মিশনরীবর্গের রীতিনীতি ইত্যাদি প্রযুক্ত সত্যানুসন্ধানে বিমুখ না হইয়া, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া দেখেন, যে নানা গোলযোগ ও উৎপাত ও তাড়না ও মতভেদ ও পাপাচারের মধ্যে, প্রেরিতগণের কাল হইতে ধরিয়া অদ্যপর্য্যন্ত, ভগবদ্স্থাপিত সভা ভগবদ্বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য প্রচার করিতেছেন কি না, পুরাতন ও নূতন নিয়ম সংজ্ঞিত পুস্তকে শাস্ত্র বা অনৈসর্গিক জ্ঞান প্রাপ্তব্য কি না, ধন্যা কুমারী মারীয়া হইতে মনুষ্যত্বাবলম্বী য়েশূ সচ্চিদানন্দ বিভুর নিত্য সচ্চিদানন্দ প্রভা কি না, ঐ প্রভাভাসিত জ্ঞান ও ক্রিয়া কাণ্ড ঐ প্রভাসৃষ্ট সমস্ত মনুষ্যকুলের ঈশস্থাপিত একমাত্র মুক্ত্যুপায় কি না, ঐ ভগবদীয় অসীম প্রভার মনুষ্যত্বাবলম্বন ও সেই

মনুষ্যত্বের মৃত্যু ও পুনরুত্থানবিক্রমে অবিদিতখ্রীষ্ট সর্ব্বজাতীয় সাধুজনের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি সম্ভাব্য কি না, আর কেবল তাহা নহে, ঐ নরপ্রকৃতিগ্রাহী ঐশবিশ্ব অগণ্যলোকধারী সমস্ত সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেমঙ্করত্বে ঈশাভিষিক্ত কি না।

৩৩। শাস্ত্রজিজ্ঞাসু সহজেই নির্ণয় করিতে পারিবেন যে য়িহূদীদিগের রক্ষিত পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী আর তন্নিয়মোক্ত ভবিষ্যবাক্যানুসারে নূতন নিয়মোক্ত সমস্ত অসম্ভব ঘটনা উদ্ভূত হইল। এতাদৃশ ব্যাপার ভূতভাবন ভূতাধিপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রকৃতিপ্রভুর যোজনা বিনা অসাধ্য। এই ব্যাপার যদি সত্য হয়, তবে খ্রীষ্টশাস্ত্র সত্য, তবে ঐ অতলস্পর্শ অপার অমৃতপারাবারমন্থনে পূর্ব্বেঙ্গিত জ্ঞান নিধিচয়ও জিজ্ঞাসুর হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন করিবেক। ইতি।